



## 307198 - পটৌতলকিতা দ্বারা উদ্দেশ্য

### প্রশ্ন

'পটৌতলকিতা' পরভাষা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? হাদসি বা কুরআনে কি এ পরভাষাটি উদ্ভূত হয়েছে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পটৌতলকিতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: মূর্তিপূজা করা ও মূর্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকা। এ পরভাষাটি দ্বারা জমিনী ধর্মগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয় যগুলো মূর্তিপূজা করে; যমেন- আরবের পটৌতলকিগণ, ভারতের পটৌতলকিগণ ও জাপানের পটৌতলকিগণ প্রমুখ। এদের বপিরীতে রয়েছে আহলে কতিবগণ— ইহুদী ও খ্রিস্টান।

কুরআন-সুন্নাতে মূর্তিপূজার ব্যাপারে নিষিদ্ধোক্ত এসেছে এবং এক আল্লাহর ইবাদতের নরিদশে এসেছে। আল্লাহতাআলা বলেন: **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ** "কাজই তোমরা বঁচে থাক মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে এবং বর্জন কর মথিয়া কথা।" [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩০] আল্লাহতাআলা আরও বলেন: **وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** "মূর্তিপূজা বর্জন করুন।" [সূরা মুদাস্সরি, আয়াত: ৫] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু সালামা (রাঃ) বলেন: **الرجز** হচ্ছে— মূর্তি। [সহি বুখারী এ উক্তটিকে 'মুয়াল্লাক' হিসেবে তাঁর সহি গ্রন্থের তাফসীর অধ্যায়ে 'আল্লাহর বাণী: **وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** "মূর্তিপূজা বর্জন করুন" শীর্ষক পরিচ্ছদে উল্লেখ করেন]

আল্লাহতাআলা আরও বলেন: "আর স্মরণ করুন ইব্রাহিমকে; যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলছিলেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর; তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যদি তোমরা জানতে! তোমরা তো আল্লাহছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মথিয়া উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহছাড়া যাদের পূজা কর তারা তো তোমাদের রযিকিরে মালকি নয়। কাজই তোমরা আল্লাহর কাছই রযিকি চাও এবং তাঁরই ইবাদত কর। আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই কাছই প্রত্যাভরতি হবে।" [সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১৬-১৭]

তিনি আরও বলেন: "ইব্রাহিম আরও বললেন: তোমরা তো আল্লাহর পরবির্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে, দুনিয়ার জীবনে তোমাদের নজিদের মাঝে সম্প্রীতি রক্ষার্থে। পরে কয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লানত দবে। আর তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" [সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ২৫]



ইমাম বুখারী (হাদিস নং-৭) আবু সুফিয়ানরে সাথে হরিক্লিয়াসরে ঘটনায় বর্ণনা করেন যবে: "আমি তমোমাকে জিজ্ঞাসে করছেলাম: তিনি তমোমাদেরকে কীসরে নরিদশে দনে? তখন তুমি উল্লেখে করছে যবে, তিনি তমোমাদেরকে আল্লাহর উপাসনা করার নরিদশে দনে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করতে বারণ করেন। তিনি তমোমাদেরকে মূর্তপূজা করতে নষিধে করেন। তিনি তমোমাদেরকে নামায পড়া, সত্য কথা বলা এবং পবিত্র চরিত্র রক্ষার নরিদশে দনে। তুমি যা বলছে সটো যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি অচরিহে আমার দুই পায়রে নীচরে স্থানদ্বয়রেও মালকিনা লাভ করবনে"।

ইমাম আবু দাউদ (৪২৫২) ও ইমাম তরিমযি (২২১৯) ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যবে, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আল্লাহতাআলা তামাম পৃথিবীকে আমার জন্য ভাঁজ করছেলিনে; যাতে করে আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্ত দখেতে পাই। পৃথিবীর যতটুকুকে আমার দখোর জন্য ভাঁজ করা হয়েছিল অচরিহে ততটুকুতে আমার উম্মতরে রাজত্ব কায়মে হবে। আমাকে সাদা ও কালো দুটো গছতি ধন দেওয়া হয়েছে...। আমার উম্মতরে কিছু গোট্র পটৌতলকিদরে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এবং আমার উম্মতরে কিছু গোট্র মূর্তপূজাতে লপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কয়ামত কায়মে হবে না।" [আলবানী হাদিসটিকে 'সহিহ আবু দাউদ' গ্রন্থে সহিহ বলেছেন]

ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থরে একটি পরচ্ছদরে শরিনোম দনে এভাবে: "যামানা পরবিত্তন হওয়া; এমনকি মূর্তপূজায় লপ্ত হওয়া" শীর্ষক পরচ্ছদে। এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস উল্লেখ করেন: তিনি বলেন: "'যুল-খাসলা'-র উপর দাওসরে নারীদরে নতিম্ব নাচার আগ পর্যন্ত কয়ামত কায়মে হবে না।" 'যুল-খাসলা' হছে দাওস গোট্ররে তাগুত; জাহলৌ যুগে তারা যার পূজা করত। [সহিহ বুখারী (৭১১৬)]

উদ্দেশে হছে: পটৌতলকিতা। আর তা হছে মূর্তপূজা; যা জায়রাতুল আরব জুড়ে প্রসারতি ছিল। বর্তমানে এটি কিছু কিছু দেশে রয়েছে; যমেন- ইন্ডিয়া, জাপান ও আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে।

হাদিস থেকে জানা যায় যবে, শেষে যামানায় কয়ামতরে আগে পটৌতলকিতা জায়রাতুল আরবে ফরি আসবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।